বাংলাদেশ গেজেট
অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত
সোমবার, নভেম্বর, ০১,১৯৯৯
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৮ শে অক্টোবর, ১৯৯৯ইং, ১৩ ই কার্তিক, ১৪০৬ বাংলা।

এস,আর ও নং ৩২২ আইন/৯৯-বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ২৮ নং আইন) এর ধারা ১৬, তে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথা-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ (১) এই প্রবিধানমালা বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট, প্রবিধানমালা, ১৯৯৯ নামে অভিহিত হইবে। (২) ইহা ১লা জুলাই, ১৯৯০ইং তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। (৩) ইহার অধীনে কোন আর্থিক সুবিধা ১লা জুলাই, ১৯৯০ইং তারিখের পূর্ববতী কোন সময়ের জন্য প্রদেয় হইবে না।

২। সংজ্ঞা: বিয়ষ বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায়-

ক) "আইন" অর্থ বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট আইন (১৯৯০ সনের ২৮নং আইন);

খ) 'চেয়ারম্যান' অর্থ বোর্ডের চেয়ারম্যান;

গ) 'ফরম অর্থ' এই প্রবিধানমালার সহিত সংযোজিত কোন ফরম;

ঘ) 'বোর্ড' অর্থ আইনের ধারা-৬ এর অধীন গঠিত ট্রাস্টী বোর্ড;

ঙ) 'ভাইস চেয়ারম্যান' অর্থ বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান;

চ) 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' অর্থ আইনের ধারা-২ (ঘ) তে সংজ্ঞায়িত বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান;

ছ) 'সচিব' অর্থ বোর্ডের সচিব;

জ) 'সদস্য' অর্থ বোর্ডের সদস্য;

৩। সচিবের কার্যাবলী- চেয়ারম্যানের অনুমোদক্রমে সচিব নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করিবে, যথা:-

ক) প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক ও কর্মচারীগণের চাকুরী সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহকরণ;

খ) বোর্ডের সভার কার্যবিরণী লিপিবদ্ধকরণ ও সিদ্ধান্তসমূহ কার্যকর করার ব্যবস্থা গ্রহণ;

গ) ট্রাস্টের যাবতীয় সম্পত্তি তত্ত্বধান, রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ এবং উহার সকল কর্মকান্ডের সমন্বয় সাধন;

ঘ) বোর্ডের সভার বিজ্ঞপ্তি প্রদান;

ঙ) শিক্ষক ও কর্মচারীগণের আর্থিক সুবিধা ও সাহায্য সংক্রান্ত হিসাব প্রস্তুতকরণ এবং উহা পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ;

চ) শিক্ষক ও কর্মচারীগণের কোড নং প্রথম চাকুরীতে যোগদানের তারিখ, অবসর গ্রহণের তারিখ এবং ইনডেক্স নং সহ তাহাদের তালিকা প্রণয়ন এবং উহার যথাযথ সংরক্ষণ।

ছ) চেয়ারম্যান কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী।

৪। বোর্ডের সভা :

প্রতি তিন মাস অন্তর অন্যুন একবার বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

প্রতি অর্থ বছরের শেষ সভায় বোর্ডের আয়-ব্যয় হিসাব ও স্থিতিপত্র উহার অনুমোদনের জন্য পেশ করা হইবে।

৫। সদস্যগণের সম্মানি ও যাতায়াত ভাতা- ১) বোর্ডের সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত সম্মানিত ভাতা পাইবেন।

২) বোর্ডের সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য ট্রাস্টের সদর দপ্তরের বাহির হইতে ভ্রমনের জন্য বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ভ্রমণ ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

৩) বোর্ডের আদেশক্রমে ট্রাস্টের কোন কাজে কোন সদস্য তাহার কর্মস্থলের বাহিরে ভ্রমণ করিলে তিনি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ভ্রমণ ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

৬। চাঁদা আদায় ও জমাদান পদ্ধতি- (১) প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান তাহার প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকল শিক্ষক ও কর্মচারীর চাকুরী সংক্রান্ত তথ্য বোর্ডের নিকট তৎকর্তৃক নির্ধারিত ছকে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রেরণ করিবেন।

(২) প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীগণের মাসিক বেতন ও ভাতার সরকারী অংশ হইতে সরকার প্রতিমাসে উক্ত অংশের ২% হারে চাঁদা কর্তন করিবে এবং কর্তনকৃত অর্থ ট্রাস্টের নামে চেকের মাধ্যমে বোর্ডের নিকট প্রেরণ করিবে।

(৩) প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর নিকট হইতে বাৎসরিক ৫ টাকা হারে চাঁদার অর্থ আদায় করিবেন।

(৪) প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান প্রতি বছর ৩১ শে মার্চের মধ্যে উপ-বিধি (৩) এর অধীন সংগৃহীত চাঁদার অর্থ ট্রাস্টের নামে ব্যাংকে ড্রাফটের মাধ্যমে বোর্ডের নিকট প্রেরণ করিবেন।

৭। তহবিল ব্যবস্থাপনা (১) ট্রাস্টের তহবিলের দুইটি অংশ থাকিবে যথাঃ

ক) মূলধন তহবিল ও

খ) সাধারণ তহবিল

২) মূলধন তহবিল হইতে অর্জিত আয় সাধারণ তহবিলে জমা হইবে।

৩) ভাইস চেয়ারম্যান ও সচিবের যুগ্ম স্বাক্ষরে ট্রাস্টের তহবিলের ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হইবে।

৪) ট্রাস্টের দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহের জন্য অনধিক তিন হাজার টাকা বোর্ডের পরিচালকের নিকট নগদ রাখা যাইবে।

৫) ট্রাস্টের যাবতীয় ব্যয়ের হিসাব ভাউচারে সচিবের অনুমোদন থাকিতে হইবে।

৮। ট্রাস্টের তহবিল হইতে শিক্ষক ও কর্মচারীগণকে প্রদেয় আর্থিক সুবিধাধিসমূহ :

(১) কোন শিক্ষক বা কর্মচারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিলে তিনি যত বৎসর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করিয়াছেন তত মাসের মূল বেতনের সমপরিমান অর্থ এককালীন প্রাপ্য হইবেন।

(২) কোন শিক্ষক বা কর্মচারী চাকুরীকালীন সময়ে মৃত্যুবরণ করিলে তিনি যত বছর চাকুরী করিয়াছেন তত মাসের মূল বেতনের সমপরিমান অর্থ তাহার পরিবার প্রাপ্য হইবে।

(৩) কোন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করা হইলে উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক বা কর্মচারীগণ কেবলমাত্র যত বৎসর বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত ছিলেন তত মাসের মূল বেতনের সমপরিমান অর্থ এককালীন প্রাপ্য হইবেন।

(৪) কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে চাকুরীচ্যুত শিক্ষক ও কর্মচারীগণ কেবলমাত্র ট্রাস্ট তহবিলে চাঁদা হিসেবে তাহাদের বেতন হইতে কর্তকৃত অর্থ ব্যাংকে সঞ্চিত মুনাফাসহ ফেরত পাইবেন।

(৫) কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চাকুরী হইতে পদত্যাগকারী কোন শিক্ষক বা কর্মচারী তাহার পদত্যাগের তারিখ পর্যন্ত যত বৎসর চাকুরী করিয়াছেন তত মাসের মূল বেতনের সমপরিমান অর্থ প্রাপ্য হইবেন।

(৬) এই প্রবিধানের উদ্দেশ্যে, কোন শিক্ষক বা কর্মচারীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চাকুরীতে বিরতি থাকিলে উক্ত বিরতিকাল ব্যতিরেকে তাহার চাকুরীকাল গণনা করা হইবে।

(৭) কোন শিক্ষক বা কর্মচারী চাকুরকালীন সময়ে দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হইলে অথবা কোন দূরাযোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হইলে তাহার চিকিৎসার জন্য তাহার অনধিক দুই মাসের মূল বেতনের সমপরিমান অর্থ তাহাকে প্রদান করা হইবে।

৮) উপ-প্রবিধান (১) ও (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ১লা মে, ১৯৯৭ইং তারিখের পূর্বে কোন শিক্ষক বা কর্মচারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ অথবা মৃত্যুবরণ করিয়া থাকিলে তিনি অথবা ক্ষেত্রমত, তাহার পরিবার ট্রাস্ট তহবিলের চাঁদা হিসাবে উক্ত শিক্ষক বা কর্মচারীর বেতন হইতে কর্তনকৃত অর্থ ও উক্ত অর্থের উপর ব্যাংকে সঞ্চিত মুনাফা এবং তাহার মূল বেতন এর যোগফলের নিম্নবর্ণিত হারে অর্থ এককালীন প্রাপ্য হইবেন যথা:-

ক) ৪ ও ৫নং বেতন স্কেলের শিক্ষক বা কর্মচারীর ক্ষেত্রে, ১০ গুণ;

খ) ৬ ও ৭নং বেতন স্বেলের শিক্ষক বা কর্মচারীর ক্ষেত্রে, ১২ গুণ;

গ) ৮, ৯ ও ১০ বেতন স্বেলের শিক্ষক বা কর্মচারীর ক্ষেত্রে, ১৫ গুণ;

ঘ) ১১, ১২, ১৩ ও ১৪নং বেতন স্বেলের শিক্ষক বা কর্মচারীর ক্ষেত্রে, ১৮ গুণ এবং

ঙ) ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯ ও ২০নং বেতন স্কেলের শিক্ষক বা কর্মচারীর ক্ষেত্রে, ২০ গুণ

ব্যাখ্যা: এই প্রবিধানের উদ্দেশ্যে (১) 'পরিবার' বলিতে শিক্ষক বা কর্মচারীর স্ত্রী বা স্বামী, পুত্র, কন্যা এবং উক্ত শিক্ষক বা কর্মচারীর প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল পিতা, মাতা, অপ্রাপ্ত বয়স্ক ভাই ও অবিবাহিত বোনকে বুঝাইবে;

২) 'মূল' বেতন বলিতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক বা কর্মচারীর সর্বশেষ আহরিত মূল বেতন বুঝাইবে;

৯। আবেদনপত্রের ফরম- (১) প্রবিধান ৭ এর উপ-প্রবিধান (১), (২), (৩) ও (৪) এর অধীন শিক্ষক ও কর্মচারীগণকে অর্থ প্রাপ্তির জন্য ফরম 'ক' তে আবেদন করিতে হইবে।

২) প্রবিধান ৭ এর উপ-প্রবিধান (৫) এর অধীন অর্থ প্রাপ্তি জন্য মৃত শিক্ষক বা কর্মচারীর পরিবারের যে কোন সদস্যকে অন্যান্য সদস্য কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া ফরম 'খ' তে আবেদন করিতে হইবে।

৩) প্রবিধান ৭ এর এর উপ-প্রবিধান (৭) এর অধীন অর্থ প্রাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষক বা কর্মচারীকে ফরম গ তে আবেদন করিতে হইবে।

৪) যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক বা কর্মচারী কর্মরত আছেন, অথবা ক্ষেত্রমত, সর্বশেষ চাকুরীতে নিয়োজিত ছিলেন সে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের মাধ্যমে আবেদনপত্র দাখিল করিতে হইবে।

ফরম- 'ক'

প্রবিধান ৮ (১) দ্রষ্টব্য

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট অবসর প্রাপ্ত/পদত্যাগী/চাকুরীচ্যুত শিক্ষক কর্মচারীদের আর্থিক প্রাপ্যতার আবেদন পত্রের ফরম।

(১) শিক্ষক/কর্মচারীর নাম	ঃ
(২) পিতা/স্বামীর নাম	ঃ
(৩) পদের নাম	ঃ
(৪) ইনডেক্স নম্বর	ঃ
(৫) বর্তমান ঠিকানা	ঃ
(৬) স্থায়ী ঠিকানা	ঃ
(৭) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও কোড নম্বর	ঃ
(৮) চাকুরীতে যোগদানের তারিখ	ঃ
(৯) জন্ম তারিখ	ঃ
(১০) অবসর গ্রহণ/পদত্যাগ/চাকুরীচ্যুতিকালে বেতনক্রম ও মূল বেতন	ঃ
(১১) সর্বশেষ উত্তোলিত মোট বেতন	ঃ
(১২) বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্টে সর্বশেষ চাঁদা প্রদানের তারিখ	ঃ
(১৩) অবসর গ্রহণ/পদত্যাগ/চাকুরীচ্যুতির তারিখ	ঃ
(১৪) মোট চাকুরীকাল	ঃ

আমি এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উল্লেখিত তথ্য সঠিক ও নির্ভুল এবং আমি কোন তথ্য গোপন করি নাই। যদি কোন তথ্য অসত্য বা ভূল বলিয়া প্রমানিত হয় তাহা হইলে আমি বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্টকে এই আবেদনপত্রের প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ ফেরত দিতে বাধ্য থাকিব।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

প্রত্যয়ণপত্র ঃ বর্ণিত তথ্যাদি সঠিক বলিয়া প্রত্যয়ন করিতেছি।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের স্বাক্ষর।

ফরম- 'খ'

প্রবিধান -৮ (২) দ্রষ্টব্য

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট মৃতুবরণকারী শিক্ষক/কর্মচারীদের আর্থিক প্রাপ্যতার আবেদনপত্রের ফরম।

(১) শিক্ষক/কর্মচারীর নাম ঃ

(২) পিতা/স্বামীর নাম ঃ

(৩) পদের নাম ঃ

(৪) ইনডেক্স নম্বর ঃ

(৫) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও কোড নম্বর ঃ

(৬) বর্তমান ঠিকানা ঃ

(৭) স্থায়ী ঠিকানা ঃ

(৮) চাকুরীতে যোগদানের তারিখ ঃ

(৯) জন্ম তারিখ ঃ

(১০) মৃত্যুর সময় তেনক্রম ও মূল বেতন ঃ

(১১) মৃত্যুর তারিখ ও প্রমানপত্র ঃ

(১২) সর্বশেষ উত্তোলিত মোট টাকা ঃ

(১৩) বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্টে সর্বশেষ চাঁদা প্রদানের তারিখ ঃ

(১৪) মোট চাকুরীকাল ঃ

(১৫) আবেদনকারীর নাম ও সম্পর্ক ঃ

(১৬) উত্তরাধিকারের প্রত্যয়নপত্র (সাকসেশন সার্টিফিকেট) ঃ

আমি এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উল্লেখিত তথ্য সঠিক ও নির্ভুল এবং আমি কোন তথ্য গোপন করি নাই। যদি কোন তথ্য অসত্য বা ভুল বলিয়া প্রমাণিত হয় তাহা হইলে আমি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্টকে এই আবেদনপত্রের প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ ফেরত দিতে বাধ্য থাকিবে।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

প্রত্যয়ণপত্র ঃ বর্ণিত তথ্যাদি সঠিক বলিয়া প্রত্যয়ন করিতেছি।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের স্বাক্ষর

ট্রাস্ট বোর্ডের সিদ্ধান্ত